গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
বিদ্যালয়-২ শাখা
www.mopme.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০০২.২০.৩১০ তারিখ: ১৫ কার্তিক ১৪২৯
৩১ অক্টোবর ২০২২

বিষয়: **সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রসঙ্গে।**

সূত্র: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর স্মারক নং-এনসিটিবি/প্রাশিউ/বিবিধ/২৯৮/২০১৭/৪৩৭জি, তারিখ: ২৪/১০/২০২২।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের বরাতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) তাদের মতামতে জানিয়েছে যে, জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এ প্রাক-প্রাথমিক হতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অনুমোদিত মূল্যায়ন নীতিমালায় প্রাথমিক স্তর থেকে এসএসসি বা মাধ্যমিক পরীক্ষার পূর্বে কোনো ধরণের পাবলিক পরীক্ষা অর্থাৎ পিইসিই, জেএসসি বা জেডিসি পরীক্ষা না গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।

০২। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ ও পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১ম শ্রেণির কোন প্রান্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না। তবে প্রবর্তিত ধারাবাহিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে প্রতি প্রান্তিকের ফলাফল প্রদান করা হবে। এছাড়াও ২০২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২য় ও ৩য় শ্রেণিতে নতুন বই প্রবর্তন সাপেক্ষে শতভাগ ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে হতে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের সংমিশ্রণে মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকবে। ২০২৩ সালে ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তনের পূর্বে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত পরীক্ষা তথা মূল্যায়ন পদ্ধতি চলমান থাকবে। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনাবলী অনুসরণযোগ্য:

(ক) বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা বিষয়গত নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষার্থীর দক্ষতা পরিমাপ করতে হবে। পড়া ও লেখা শ্রেণি পরীক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা পরিমাপ করতে হবে। শিক্ষক বিদ্যালয় খোলার তারিখ হতে যতগুলো শ্রেণি পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে যে কয়টিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে এমন পরীক্ষার ৫টির নম্বর গণনা করবেন। প্রত্যেকটি শ্রেণি পরীক্ষায় ২০ নম্বরের উপর পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(খ) গণিত বিষয়ে গাণিতিক ধারণা, প্রক্রিয়াগত ধারণা এবং সমস্যা সমাধানের উপর লিখিত শ্রেণি পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরণের পরিমাপ শিক্ষকগণ এতদিন করে এসেছেন। সুতরাং শিক্ষক বিদ্যালয় খোলার তারিখ হতে যতগুলো শ্রেণি পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে যে কয়টিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে এমন পরীক্ষার ৫টির নম্বর গণনা করবেন। প্রত্যেকটি শ্রেণি পরীক্ষায় ২০ নম্বরের উপর পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(গ) বিজ্ঞান, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এবং অন্যান্য বিষয়সমূহে বিষয়গত জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ ও অনুশাসন প্রভৃতি পরিমাপের উপর বিদ্যালয় খোলার

তারিখ হতে যতগুলো শ্রেণি পরীক্ষা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে যে কয়টিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে এমন পরীক্ষার ৫টির নম্বর গণনা করবেন। প্রত্যেকটি শ্রেণি পরীক্ষায় ২০ নম্বরের উপর পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) প্রত্যেকটি বিষয়ের শ্রেণি পরীক্ষাসমূহের মোট নম্বরের (৫টি) ৪০% এবং বাকী ৬০ নম্বরের উপর ৩য় প্রান্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এ শ্রেণি পরীক্ষাসমূহ ও ৩য় প্রান্তিকের পরীক্ষার নম্বর যোগ করে ২০২২ এর শিক্ষার্থীর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ে এ পরীক্ষা একটি সুনির্দিষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) শিক্ষার্থীর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন করার পর প্রত্যেক বিদ্যালয় তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ফলাফল ঘোষণা করবেন এবং শিক্ষার্থীর অভিভাবকের নিকট এই ফলাফল তুলে দিবেন।

(চ) শিক্ষার্থীর এই শিখন অগ্রগতির সমন্বিত রেকর্ড প্রত্যেক বিদ্যালয়ে সংরক্ষণ করতে হবে।

০৩। এমতাবস্থায়, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এর উল্লিখিত মতামতের ভিত্তিতে চলতি ২০২২ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণি হতে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রচলিত পরীক্ষা তথা মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রেরিত মূল্যায়ন ছক (মূল্যায়ন ছক) অনুযায়ী মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: মূল্যায়ন ছক।

৩১-১০-২০২২
মোহাম্মদ কামাল হোসেন
উপসচিব
ফোন: ০২-৯৫১১০৭৩
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৯৫৭৬৬৯০
ইমেইল: sa@mopme.gov.bd

মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০০২.২০.৩১০/১(৪)

তারিখ: ১৫ কার্তিক ১৪২৯ / ৩১ অক্টোবর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সচিবের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) অতিরিক্ত সচিব (বিদ্যালয়)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩) যুগ্মসচিব (বিদ্যালয়)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪) অফিস কপি।

৩১-১০-২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
www.dpe.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৮.০১.০০০০.৪০০.৯৯.০১১.২১.৪০৩ তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪২৯
০১ নভেম্বর ২০২২

বিষয়: **সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রেরণ।**

সূত্র:
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়'র পত্র নং ৩৮.০০.০০০০.০০৮.৯৯.০০২.২০.৩১০, তারিখ: ৩১/১০/২০২২খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংযুক্ত পত্রের নির্দেশনাসমূহ ও শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির প্রতিবেদন-২০২২ (ছক) যথাযথভাবে অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

২। উল্লেখ্য: মন্ত্রণালয়ের পত্রের অনুচ্ছেদ (ঘ) অনুসারে বাংলাদেশের সকল বিদ্যালয়ে এ পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে পরবর্তীতে অবহিত করা হবে।

সংযুক্ত: ১) মন্ত্রণালয়ের পত্র নং৩১০ ও ২) মূল্যায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ছক ।

৩-১১-২০২২
মনীষ চাকমা
পরিচালক
ফ্যাক্স: 02-9038122

উপপরিচালক,
ঢাকা/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/ময়মনসিংহ/রাজশাহী/রংপুর/চট্টগ্রাম

স্মারক নম্বর: ৩৮.০১.০০০০.৪০০.৯৯.০১১.২১.৪০৩/১(৮৫) তারিখ: ১৬ কার্তিক ১৪২৯
০১ নভেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর , প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় [সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
২) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)
৩) শিক্ষা অফিসার, মহাপরিচালকের দপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।]
৪) থানা/উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)
৫) ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এর কার্যালয় , উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (সকল)।
৬) সহকারী শিক্ষা অফিসার, অতিরিক্ত মহাপরিচালকের দপ্তর, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর [অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।]

নম্বর	গ্রেড	শিখনের অর্জিত মাত্রা
৮০%-১০০%	ক	অতি উত্তম
৬০-%-৭৯%	খ	উত্তম
৪০%-৫৯%	গ	সন্তোষজনক
৪০% এর কম	ঘ	অগ্রগতি প্রয়োজন

শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির প্রতিবেদন-২০২২

বিদ্যালয়ের নাম: উপজেলা: জেলা:

শিক্ষার্থীর নাম: মো. খালেক মিয়া শ্রেণি: ৩য় শাখা: ক রোল: ৬

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	বিষয়ভিত্তিক শ্রেণি পরীক্ষাসমূহ ও নম্বর (সপ্তাহের বিষয়ভিত্তিক প্রতিটি পরীক্ষায় ২০ নম্বর)					মোট ১০০	৪০% হিসেবে প্রাপ্ত নম্বর	৩য় প্রান্তিক (চূড়ান্ত) ৬০ এর মধ্যে প্রাপ্ত নম্বর	প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরে মোট প্রাপ্ত নম্বর
		১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম				
১	বাংলা	১৪	১৩	১৭	১৮	১৮	৮০	৩২	৪৮	৮০
২	ইংরেজি	১২	১৩	১৪	১৬	১৭	৭২	২৯	৫২	৮১
৩	গণিত	১৮	১৬	১৮	১৯	১৯	৯০	৩৬	৫০	৮৬
৪	বিজ্ঞান									
৫	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	৮০	৩২	৫৬	৮৮
৬	ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	৮০	৩২	৫৮	৯০
৭	শারীরিক শিক্ষা									
৮	চারু ও কারুকলা									
৯	সঙ্গীত									
	সকল বিষয়ে মোট প্রাপ্ত নম্বর									
	ব্যক্তিগত গুণাবলি	ক. উপস্থিতি: মোট কার্য দিবস (সংখ্যায়) : উপস্থিতি সংখ্যা ও হার: (সংখ্যা ও %): খ. পরিচ্ছন্নতা (সুন্দর পরিপাটি/যত্ন নেয়া প্রয়োজন/ পরিচ্ছন্ন নয় গ. দৈনিক সমাবেশে উপস্থিতি (প্রত্যহ/ মাঝে মাঝে/ কদাচিৎ): ঘ. জাতীয় দিবসে অংশগ্রহণ (প্রত্যহ/ মাঝে মাঝে/ কদাচিৎ) ঙ. মূল্যবোধ প্রদর্শন (কদাচিৎ করে/ মাঝেমাঝে করে/ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে): চ. সহযোগিতা প্রদর্শন (অনিহা রয়েছে/ মাঝেমাঝে করে/ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে): ছ. স্কাউটিং (সদস্যভুক্ত এবং নিয়মিত/ সদস্যভুক্ত ও নিয়মিত নয়/ অংশগ্রহণে অনিহা): জ. বিশেষ পারদর্শিতা (যে নতুন ও ব্যতিক্রম পারদর্শিতা রয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে):								ক. খ. গ. ঘ. ঙ. চ. ছ. জ.

মন্তব্য: বিষয়ের মোট নম্বরের উপর শিখনের অর্জিতমাত্রা ও গুণাবলির উপর ভিত্তিতে করে মন্তব্য করতে হবে।

শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর: প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর: অভিভাবকের স্বাক্ষর